২৩।০৮।১৫

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক
জনকণ্ঠ
নগর সংস্করণ
The Daily Janakantha

ঢাকা রবিবার
৮ ভদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ
৭ জিলক্বদ ১৪৩৬ হিজরী
২৩ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৭৮
পৃষ্ঠা ২০ ॥ মূল্য ১০ টাকা
www.dailyjanakantha.com
www.edailyjanakantha.com
www.ejanakantha.info

ঝুলন্ত সুইমিংপুল

ঝুলন্ত ব্রিজ, ঝুলন্ত সড়ক এসব কিছুর সঙ্গে এবার যুক্ত হলো ঝুলন্ত সুইমিংপুল। বহুতল দালানের ওপরে তৈরি করা হয়েছে ঝুলন্ত সুইমিংপুল। এই সুইমিংপুলে গোসল করতে থাকলে মনে হবে আকাশে মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। ঝুলন্ত সুইমিংপুলের বিষয়টি যে একদম নতুন তা কিন্তু নয়।

(৪ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

আজ হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দেখতে বিশেষজ্ঞ দল পাকশী যাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার, ঈশ্বরদী ॥ সর্বগ্রাসী কাল হরণ করতে পারেনি এক শ' বছর অতিক্রমকারী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের সৌন্দর্য। কংক্রিটের ঢালাই আর ইস্পাতের তৈরি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম দৃষ্টিনন্দন হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ঘষেমেজে আর রঙের প্রলেপ দিয়ে শ্যাওলাযুক্ত ময়লার আস্তরণমুক্ত রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন থেকেই। যত্নের অভাব না থাকায় এটির আকর্ষণ নির্মাণকালের মতোই রয়ে গেছে। নান্দনিক নির্মাণশৈলী আর কংক্রিটের ঢালাই ও গুণগত মানের ইস্পাতের তৈরি স্প্যানের আকর্ষণেও কমতি ঘটেনি। মোটেও অল্প নয়। নিভৃত গ্রামের মানুষও এটিকে বাস্তবেই বিশ্বাস

(১৯ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

আজ হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

করে পৃথিবীর একটি দৃষ্টিনন্দন উন্নত রেল সেতু হিসেবে। আমাদের দেশের কেউ কেউ ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে পিছিয়ে থাকলেও সমহিমায় উজ্জ্বল হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পদ্মার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই।

অবিভক্ত ভারতের কলকাতার সঙ্গে আসাম ও পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ১৮৮৯ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করা হয়। দীর্ঘ ২০ বছর আলোচনার পর ১৯০৮ সালে প্রস্তাব গৃহীত হয়। নির্মাণ শেষ হয় ১৯১৫ সালে। ১ জানুয়ারি সেতুর নিম্নগামী লাইনে পরীক্ষামূলক প্রথম ট্রেন চালানো এবং সেতুর উর্ধগামী লাইনে পরীক্ষামূলক প্রথম ট্রেন চালানো হয় ১৯১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। সেতুর উদ্বোধন করা হয় ১৯১৫ সালের ৪ মার্চ। সেতুর উদ্বোধন করেন ভাইসরয় অব ইন্ডিয়া ব্যারন হার্ডিঞ্জ অব পেনসুরস্ট। সেতুটির প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেছেন স্যার রবার্ট উইলিয়াম গেইল্‌স।

কোন প্রকার নির্মাণ ত্রুটি, বিরূপ প্রভাব ছাড়াই উন্নত নকশা ও গুণগতমানের কারণে পাকশী হার্ডিঞ্জ সেতুর ইতোমধ্যে এক শ' বছর অতিক্রম করেছে। এ অবস্থায় বিশ্বের সেতু বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা এটির নির্মাণ শৈলী, সুযোগ সুবিধা, রক্ষণাবেক্ষণ, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, জনবল ও ব্যবস্থাপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরেজমিনে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাকশী আসছে ৫০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে রবিবার দুপুরে। এ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক সেতু বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী সংগঠনের সদস্য ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত সেতু প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী।